মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন ■ সংখ্যা ঃ ৯৮ ■ বর্ষঃ ১২ ■ এপ্রিল-২০১৭

জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ভিজিটঃ

০৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়কে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়

গত ০৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ভিজিট করেন।

অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সচিব মহোদয়ের মতবিনিময়

সচিব মহোদয়কে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ স্বাগত জানান। পরে তিনি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। কর্মকর্তাবৃন্দ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সমস্যা সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। সচিব মহোদয় এসব সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা সমাধানের আশ্বাস দেন। মাদকের আগ্রাসন থেকে যুবসমাজকে মুক্ত রাখতে হলে কি কি করা দরকার সে বিষয়ে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তিনি মহাপরিচালক মহোদয়কে পরামর্শ দেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ ২১ জুলাই ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৮-৭৯ সেসনে ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বি.এ (সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৮২ সেসনে ১৯৮৪ সালে লোক-প্রশাসন বিভাগ থেকে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। চাকরিজীবনের শুরুতে তিনি প্রথমে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহীতে পরে সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেটে সহকারী কমিশনার পদে যোগদান করেন। তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে সিরাজগঞ্জের চৌহালী, কুমিল্লার দাউদকান্দি এবং লক্ষীপুরের রামগতীতে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রথমে ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা এবং পরে সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে ফেনী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ম্যাজিস্ট্রেট এর দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে দাগনভূঁইয়া, নলছিটি, মহেশখালী ও কুতুবদিয়ায় কর্মরত ছিলেন। সিনিয়র সহকারী সচিব পদে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে এবং উপসচিব হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। অতঃপর পরিচালক পদে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মেহেরপুর ও দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুগ্মসচিব হিসেবে তিনি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগেও কাজ করেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে সিলেট বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অধীন জননিরাপত্তা বিভাগে অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। গত ২৯ জুন ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি বিদায়ী মহাপরিচালক জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদের স্থলাভিসিক্ত হন। চাকরি জীবনে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, থাইল্যান্ড, জাপান, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি বিবাহিত এবং ৩ সন্তানের জনক।

১৫ তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট ও সমাজসেবকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি কারিক্যুলাম এবং কনটিনিউয়াম অব কেয়ার এ দুটি বিষয়ের উপর ১৪ তম ব্যাচে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারিকুলাম দুটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে ১৫ ব্যাচের ইকো ট্রেনিং শুরু হওয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

উক্ত প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৮৪ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ২১ টি কেন্দ্রের ২৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ১৫ ব্যাচের ইকো ট্রেনিং কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

১৯ টি কেন্দ্র থেকে ০১ (এক) জন ও ২টি কেন্দ্র থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে ৩ (তিন) জন সাইকোথেরাপিসহ মোট ২৫ জন ট্রেইনি অংশ গ্রহণ করেন।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ
সম্পাদক : কে.এম. তারিকুল ইসলাম
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক: মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ৯৮
বর্ষ : ১২
এপ্রিল : ২০১৭

০৬ এপ্রিল ২০১৭ মহাপরিচালক মহোদয় কতৃক ১৫ ব্যাচের ইকো প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মার্চ'২০১৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান:

বিভাগীয় কার্যালয়ের নাম	সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	পোস্টার বিতরণের সংখ্যা	লিফলেট বিতরণের সংখ্যা	শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন
ঢাকা	১২৫	৬৭০০	৪১৭০০	৫৫
চট্টগ্রাম	৯০	১৫৩০	১০৯৭০	১৮
রাজশাহী	২১৭	১০৯০	৭০৪০	৪৬
খুলনা	৫৮	২৬১১	১১৮৬৫	১৮
বরিশাল	২১	৮০০	১৯০০	০৬
সিলেট	২৮	৫৫০	২৪০০	০১
মোট	৫৩৯	১৩২৮১	৭৫৮৭৫	১৪৪

মার্চ/২০১৭ মাসে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
০১।	ঢাকা	--
০২।	চট্টগ্রাম	২৫
০৩।	রাজশাহী	৪৯১
০৪।	খুলনা	১১
০৫।	বরিশাল	--
০৬।	সিলেট	--
	মোট	৫২৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭৪৮৮	৪৯৩৬	২৫৫২	৬৫.৯১%
চট্টগ্রাম	৪৭০৮	৪৩৬৬	৩৪২	৯২.৭৩%
রাজশাহী	১০১৭০	৮৮৮৫	১২৮৫	৮৭.৩৬%
খুলনা	৪৪৮৭	৩৭৮৩	৭০৪	৮৪.৩১%
বরিশাল	৪০২৯	২২৭৫	১৭৫৪	৫৬.৪৬%
সিলেট	১১৭৫	১১৭৫	-	১০০%
মোট	৩২০৫৭	২৫৪২০	৬৬৩৭	৭৯.২৯%

সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৬.৪৬%)।

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম

মার্চ/২০১৭ মাসে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী কর্মসূচি পালনের কিছু চিত্র:

২১ মার্চ ২০১৭ তারিখে ভেদভেদী উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি সদরে মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ

২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে ঝিনাইদহ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহে নেশা ছেড়ে কলম ধরি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি শীর্ষক মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক আলোচনা করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

০৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুরে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব দিলারা রহমান

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম
রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালস এর মাধ্যমে আমদানি, সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মার্চ' ২০১৬ এবং মার্চ' ২০১৭ সনের মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	মার্চ' ২০১৬	মার্চ' ২০১৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৮৬৫৩১৫১	৬৯২৮১৪৯
২।	সিলেট অঞ্চল	৩৯৩৫৪৩০	৩৭৬৯৪৯২
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৬২৫২৪৮	৪৬৭৪৩০৬
৪।	খুলনা অঞ্চল	২৬৫৮৩০৫১	২৯২৪৭১২৫
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৩৭৯৩৬০	৩৫৯০৪০
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৭৭৮১৪৩৬	৮৪৬৭৪০৮
	মোট	৫০৯৫৭৬৭৬	৫৩৪৪৫৫২০

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

আইন-আদালত (মার্চ-২০১৭)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ভিত্তিক মার্চ-২০১৭ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের নাম	মার্চ/২০১৭					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	১২৪	১৪৫	১৫০	১৫১	২৭৪	২৯৬
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৪৩	৫৬	১৫২	১৫২	১৯৫	২০৮
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৬৮	৮৬	৩৩	৩৪	১০১	১২০
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	৮২	১০০	১৫৫	১৫৭	২৩৭	২৫৭
গোয়েন্দা শাখা	১৭	২১	৩	৩	২০	২৪
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	১৬	২৩	৩৪	৩৪	৫০	৫৭
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	৭	১০	৭	৭	১৪	১৭
মোট	৭৯৫	৩৫৭	৪৪১	৫৩৪	৫৩৮	৮৯১

মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য মার্চ /২০১৭

ক্রম	মাদকদ্রব্যের নাম	মার্চ/২০১৭			
		মামলা	আসামী	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ	
১	হেরোইন	৩২	৩৬	০.৫৪৫	কেজি
২	পচুই	২	২	১৬৫	লিটার
৩	গাঁজা	৪১৯	৪৪০	৬৪৪.৭২৫	কেজি
৪	গাঁজাগাছ	২	২	১১	টি
৫	অবৈধ চোলাই মদ	৪৮	৫০	৩২৪.০৫	লিটার
৬	বিদেশী মদ	৩	৩	৪	লিটার
৭	এ্যালকোহল	২	৩	২৪	লিটার
৮	দেশি মদ	২	২	১১.৫	লিটার
৯	ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	২	৩	১৩৫০	লিটার
১০	বিদেশী মদ	৩৭	৪৩	৯৭৯	বোতল
১১	বিয়ার	২	৩	৩১৫১	ক্যান
১২	রেক্টিফাইডস্পিরিট	৪	৪	২.১	লিটার
১৩	ডিনেচার্ড স্পিরিট	৯	৯	২৯৮	লিটার
১৪	কোডিনেরমিশ্রণ (ফেন্সিডিল)	৩৮	৫৩	১৭৫৩	বোতল
১৫	তরল ফেন্সিডিল	৩	৩	২.১	লিটার
১৬	তাড়ী (টোডি)	১৯	১৯	৩৭৭	লিটার
১৭	লুপিজেসিকইঞ্জেকশন	৮	৮	২৭৯	এ্যাম্পুল
১৮	ইয়াবা টেবলেট	২৩১	২৬৪	৬৬১৮১	পিস
১৯	ডায়াজিপাম	১	১	২০	টি
২০	অপিয়েটমিশ্রিতড্রিংক্স	১	১	২০০	বোতল
২১	এনার্জি ডিংকস (ইত্যাদি)	৯	৯	১৯০০	বোতল
২২	মরফিনট্যাব	২	২	২	পিস
২৩	অন্যান্য	১৩	১৫		
২৪	নগদ অর্থ			২৪২৫৪০	টাকা
২৫	প্রাইভেটকার			১	টি
২৬	মোবাইল সেট			১৩	টি
২৭	ট্রাক			২	টি
২৮	সিএনজি			১	টি
২৯	রিভালভার	১	১	১	টি
৩০	গুলি			১০	রাউন্ড
৩১	মোটরসাইকেল			৪	টি
৩২	কভার্ড ভ্যান			১	টি
৩৩	ভারতীয়শাড়ী				টি
৩৪	পিস্তল	১	৩	২	টি
৩৫	ম্যাগাজিন			৩	টি
৩৬	পিকআপ			১	টি
৩৭	বাইসাইকেল			২	টি
৩৮	দেশী অস্ত্র (চাপাতি তরয়ারি ই.)			২	টি
৩৯	পাসপোর্ট			১	টি
৪০	রিক্সাভ্যান			১	টি
৪১	স্বর্ণ / রূপা			২.১৫	ভরি
	মোট =	৮৯১	৯৭৯		

অপারেশনাল কার্যক্রম

রাজধানীর ধানমন্ডি কাব থেকে ৯২ কেইস বিয়ার ও ৩৬ কেইস বিলাতী মদ উদ্ধারসহ আটক ৩

রাজধানীর ধানমন্ডি কাব থেকে ৯২ কেইস বিয়ার ও ৩৬ কেইস বিলাতী মদ উদ্ধারসহ আটক ৩

৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল কর্তৃক রাজধানীর ধানমন্ডি কাবে অভিযান পরিচালনা কওে বিভিন্ন ব্যান্ডের ৯২ কেইস বিয়ার ও ৩৬ কেইস বিলাতী মদ উদ্ধার ও ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন্স) জনাব সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে এবং ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব গোলাম কিবরিয়া ও অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা) জনাব নজরুল ইসলাম শিকদার এর সার্বিক তত্তাবধানে পরিচালিত এ অভিযানে উপপরিচালক (ঢাকা গোয়েন্দা) জনাব মোহাম্মদ মামুন, সহকারী পরিচালক ঢাকা মেট্রোঃ উত্তর ও দক্ষিণ অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে ধানমন্ডি সার্কেল পরিদর্শক বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

রাজধানীর বংশাল এলাকা থেকে ৯০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারসহ আটক ১

১৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপঅঞ্চল কর্তৃক রাজধানীর বংশাল এলাকা থেকে ৯০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারসহ ১ (এক) জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল ও এপিবিএন এর যৌথ উদ্যোগে কাওরানবাজার রেলওয়ে বস্তিতে অভিযান পরিচালনা করে ৫ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ৮০৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ আটক ১

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে উদ্ধারকৃত ৮০৫০ পিস ইয়াবা ও আটককৃত আসামী

০৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৮০৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

বগুড়ায় ২০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারসহ আটক ১

উদ্ধারকৃত ২০ বোতল ফেন্সিডিল আটককৃত ব্যক্তি

১৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস বগুড়া 'খ' সার্কেল, সান্তাহার, বগুড়া কর্তৃক নন্দীগ্রাম থানা এলাকায় ২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধারসহ ১ জন আসামীকে আটক করা হয়। অতঃপর নন্দীগ্রাম থানায় আসামীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

চট্টগ্রামে ২৫ কেজি গাঁজা ও ৯৭ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারসহ আটক ২

উদ্ধারকৃত ২৫ কেজি গাঁজা ও ৯৭ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটককৃত ২ ব্যক্তি

১৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ রাত ৮.০০ টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করে ২৫ কেজি গাঁজা ও ৯৭ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারসহ ২ জনকে আটক করা হয়।

চট্টগ্রামে ৪৭৬ বোতল ফেন্সিডিল, ২১ ক্যান বিয়ার ও ১টি প্রাইভেট কার উদ্ধারসহ আটক ৩

উদ্ধারকৃত ৪৭৬ বোতল ফেন্সিডিল, ২১ ক্যান বিয়ার ও ১টি প্রাইভেট কার আটককৃত ৩ ব্যক্তি

১৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল এর অভিযানে ৪৭৬ বোতল ফেন্সিডিল, ২১ ক্যান বিয়ার ও ১টি প্রাইভেট কারসহ তিনজনকে আটক করা হয়।

হবিগঞ্জে ১ কেজি গাঁজা উদ্ধারসহ আটক ১

উদ্ধারকৃত ১ কেজি গাঁজা ও আটককৃত মহব্বত আলী

১৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে সহকারী পরিচালকের নেতৃত্বে হবিগঞ্জ সদর থানাধীন উমেদনগর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ০১ কেজি গাঁজা উদ্ধারসহ আসামী মহব্বত আলী (২৭) কে আটক করা হয়। অতঃপর হবিগঞ্জ সদর থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

আমাদের অঙ্গীকার মাদকমুক্ত পরিবার

মাদক ব্যবসা করে যারা দেশ ও জাতির শত্রু তারা

চট্টগ্রামে ৩৩০০ পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ আটক ১

উদ্ধারকৃত ৩৩০০ পিস ইয়াবা এবং আটককৃত রিফাত

১৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চল কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করে চট্টগ্রাম শহরের ব্রীজঘাট এলাকা থেকে ৩৩০০ পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ মোঃ রিফাত (১৯) কে আটক করা হয়।

ঝিনাইদহে ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৬০ লিটার তাড়ি উদ্ধারসহ আটক ৩

উদ্ধারকৃত ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৬০ লিটার তাড়িসহ আটককৃত ৩ ব্যক্তি

২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঝিনাইদহ এর উদ্যোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহি অফিসার, মহেশপুর জনাব আশাফুর রহমান এর নেতৃত্বে মহেশপুর থানা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ভগবতীতলা এলাকা থেকে আসামী রবিউল সরদার (৪৫), পিতাঃ মৃত হাকিম সরদার ও ছকিনা বেগম (৪০), স্বামীঃ রবিউল সরদার কে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যেক আসামীকে ৫০০০/- টাকা করে অর্থদন্ড প্রদান করেন। সেজিয়া (উত্তর পাড়া) থেকে মোঃ আমির হোসেন (৩৫), পিতাঃ মৃত গোলাম মন্ডলকে ৬০ লিটার তাড়িসহ গ্রেপ্তার করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলেই আসামীকে ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

কুষ্টিয়ায় ৮ পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ আটক ১

৮ পিস ইয়াবাসহ আটক ১

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুষ্টিয়া এর সহকারী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান ও ভেড়ামারা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত ইউএনও এর নেতৃত্বে একটি রেইডিং টিম কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ষোলদাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ সকাল ৯.৩০ টায় কুখ্যাত মাদক বিক্রেতা আরিফ হোসেনকে ৮ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়। গ্রেফতারকৃত আরিফ জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবা ব্যবসা চালিয়ে আসছে এবং ইতোপূর্বে ৩ বার জেল খেটেছে। উপস্থিত ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ৬ মাসের কারাদন্ড প্রদান করেন।

আগামী প্রজন্মের মাদক: মেফিড্রন

মোঃ মেহেদী হাসান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে আলোচিত মাদক হলো New Psychoactive Substances (NPS)। এখানে New বলতে নতুন না বুঝিয়ে, যেসব সাবস্ট্যান্স Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the 1972 Protocol Ges Convention on Psychotropic Substances, ১৯৭১এর সিডিউলভুক্ত নয় কিন্তু মাদক হিসাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে সেসব সাবস্ট্যান্সকে বোঝানো হচ্ছে। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে ৬০০ এর অধিক NPS এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তারমধ্যে বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত NPS হচ্ছে মেফিড্রন।

মেফিড্রন হ'ল নতুন সাইকোএকটিভ সাবস্ট্যান্স যা ২০১৫ সালের পূর্বে আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ চুক্তিসমূহে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মেফিড্রনের গাঠনিক সংকেতের সাথে Convention on Psychotropic Substances, ১৯৭১ এর সিডিউল ০১ এর অন্তর্ভুক্ত ক্যাথিননের সাথে সাদৃশ্য বিদ্যমান যা ক্যাথ (*Catha edulis*) উদ্ভিদের অ্যালকালয়েড। ১৯২৯ সালে প্রথম প্রস্তুত করা হয় এবং আজ অবধি মেফিড্রনের কোন মেডিক্যাল ব্যবহার পাওয়া যায়নি। মেফিড্রনের রাসায়নিক কেমিক্যাল নাম ৪-মিথাইল মিথ ক্যাথিনন বা ৪-মিথাইল এফিড্রন। মেফিড্রন সাধারণত এমক্যাট, সেফ, ড্রন, ম্যাও, ম্যাও ম্যাও নামে পরিচিত যা রিসার্চ কেমিক্যাল, বাথ সল্ট বা প্ল্যান্ট ফুড হিসাবে মাদকসেবীদের আকৃষ্ট করে। মেফিড্রন হাইড্রোক্লোরাইড সাদা পাউডার যাতে পানি যোগ করলে সাধারণ তাপমাত্রায় হলুদভাব তরল হয়। ড্রাগটি সিগারেট ছাড়াও ট্যাবলেট, ইনজেকশন এমনকি পায়ুপথে গ্রহণ করা যায়। পেপারে মুড়িয়ে পাউডার সরাসরি গ্রহণ করার উদাহরণ বিদ্যমান।

বিগত দশক থেকে ইন্টারনেট ফার্মেসীর মাধ্যমে মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে সহজেই পৌছে যাচ্ছে মেফিড্রন। কোকেন, এমফিটামিন এবং মিথাইলিন-ডিঅক্সি-মিথাইলএমফিটামিন (এসটাসি) বা উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী মাদকের বিকল্প হলো মেফিড্রন। মূলত:"মানুষের জন্য নয়" লেবেলে ঔষধ হিসাবে পাচার হয়। ২০০০ সালের মাঝামাঝি উন্নত দেশসমূহে সময়ে যখন কোকেন এবং এসটাসি মাদকসমূহের সরবরাহ কমে যায় এবং ভেজাল পাওয়া যায় তখন মেফিড্রনের পুনরায় আবির্ভাব ঘটে। ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম মিথাইলন ড্রাগ (কাথিনন গ্রুপ) তৈরি করা হয় মর্মে ইউরোপিয়ান মনিটরিং সেন্টার অন ড্রাগস এ্যান্ড এডিকশন (ইএমসিডিডিএ) প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২০০৭ সালে প্রথমে ইসরাইল এবং পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, স্ক্যানযেভিয়ান দেশসমূহ এবং যুক্তরাজ্যে এর অপব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়। ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্র এবং ২০১৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত মোট ৪৬ টি দেশ মেফিড্রনের অপব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে। এর মধ্যে এশিয়ার দেশ ছিল ০৮টি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত প্রতিটি দেশসমূহেও এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রথমদিকে, মেফিড্রন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে বাইরে থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে ধারণা করা হলেও পোল্যান্ডে এর উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ২০১২ সালে মেফিড্রন অপব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মেফিড্রন আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন ও বিক্রি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত না থাকায় New Psychoactive Substances (NPS) হিসাবে মাদক বাজারে এর অপব্যবহার খুব দ্রুত বেড়ে যায়।

অন্যান্য NPS এর মতো মেফিড্রন বা কেথিনন এরও চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহার সংক্রান্ত খুব বেশী তথ্য নেই। তবে কোকেন ও এমফিটামাইন টাইপ স্টিমুলেন্ট এর ফার্মাকোলজির সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়। মিথাইলিন-ডিঅক্সি-মিথাইলএমফিটামিন এর মতো ইহা সেরোটোনিন নি:সরণ করে যা ড্রোপামাইন রিসেপ্টরে যুক্ত হয়। ফলস্বরূপ এমফিটামাইন টাইপ স্টিমুলেন্ট মাদকাসক্তদের মতো চোখের মণি ছোট হওয়া, অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন, হিংস্রতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য মেফিড্রন ব্যবহারকারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

◀ মেফিড্রন Party Drug হিসাবে বহুল পরিচিত। এ ড্রাগ মূলত: নাইট ক্লাব, ড্যান্স পার্টি, থার্টি ফার্স্ট নাইট পার্টি, ডি জে পার্টি, কনসার্ট, পিকনিক পার্টি, সিনেমা, ডেটিং, লং ড্রাইভ-এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রে বস কিংবা পুরুষ সহকর্মীও তাদের নারী সহকর্মীদের উপর এ ড্রাগ প্রয়োগ করে তাদের অবচেতন অবস্থায় অবৈধ যৌনাচারের সুযোগ নেয়। কর্মক্ষেত্রে দেওয়া কফি, চা, কোমল পানীয়, সরবত, বিয়ার, ওয়াইন বা যে কোন পানীয় গ্রহণ করা বিশেষভাবে নারীদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। মেফিড্রন এসব পানীয়ের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যায় যে একমাত্র রাসায়নিক পরীক্ষা ছাড়া এসব পানীয়তে কোনভাবে এগুলোর উপস্থিতি সনাক্ত করা যায় না।

◀ মেফিড্রন প্রয়োগের ফলে যে সব অবস্থার তৈরী হয় সেগুলো হলো:
মেফিড্রন সেবনকারীর স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে হিতাহিত জ্ঞান, অনুভূতি, উপলব্ধি ও বাহ্যিক চেতরা লোপ পায়। তার কোন পছন্দ-অপছন্দ, ঘৃণা বা বাছ-বিচার বোধ থাকে না। ফলে এ অবস্থায় তাকে দিয়ে যে কোন কাজ করানো যায়। কিংবা তাকে যা বলা যায় যন্ত্র চালিতের মত তা-ই সে করে।

◀ কোন কোন মেফিড্রন প্রয়োগের ফলে ড্রাগ সেবনকারী সম্পূর্ণ বেহুশ হয়ে পড়ে। আবার কোন কোনটায় বেহুশ না হলেও কেবল বাহ্যিক চেতনা লোপ পায়।

◀ মেফিড্রন গ্রহণের কারণে দেহে যৌন উত্তেজক হরমোনসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং যৌন কামনা ও স্নায়বিক উত্তেজনার সঞ্চার হয়। মেফিড্রন গ্রহণের ফলে যেহেতু দেহের যৌনতা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের কার্যকারীতা বেড়ে যায়, সেহেতু দেহের যাবতীয় যৌনাঙ্গে যৌন কার্যক্রমের জন্য এক ধরণের অনুকূল পরিবেশে তৈরী হয় যা ড্রাগ গ্রহণকারীর অজান্তে তার যৌন মিলনে সহায়ক হয়।

◀ মেফিড্রন গ্রহণের কারণে শরীরে যৌন চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথেই কয়েক ঘন্টা ধরে কোন ব্যথার অনুভূতি থাকে না বলে ধর্ষিতা ধর্ষণকালে যন্ত্রণা বা ব্যথা-বেদনা টের পায় না।

◀ মেফিড্রন গ্রহণের ফলে সাময়িকভাবে স্মৃতি বিলুপ্তি ঘটে। ফলে এ সময় কি হয়েছিল তা জানা যায় না। কিংবা এ সময়ের কোন কিছু পরবর্তীতে স্মৃতিতে আসে না বা মনে থাকে না।

◀ মেফিড্রন গ্রহণ করলে ড্রাগ গ্রহণকারীর মনোদৈহিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। কোন কিছু বাধা দেওয়া, অস্বীকার করা, আপত্তি করা বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না। তার সমগ্র মনোচৈতন্যে একটা হতবিহ্বল অবস্থা তৈরী হয়।

◀ মেফিড্রন খুবই মারাত্মক। কোন ভাবে এর মাত্রা বেশী হলে ব্যবহারকারী তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারে।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিগত ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে পুনে কাস্টমস ১৫৯.১০ কেজি মেফিড্রন হাইড্রোক্লোরাইড উদ্ধার করে, যার বাজার মূল্য ২৫ মিলিয়ন ভারতীয় রূপী (আনুমানিক ৩,৭৪,৭৫৫ মার্কিন ডলার)। পুনের সামারর্থ ল্যাবরেটরীজ থেকে এ কাজে জড়িত একজন বিদেশীসহ মোট চার জনকে আটক করা হয়। মেফিড্রন ২০১৫ সালে Convention on Psychotropic Substances, ১৯৭১ এর সিডিউল ০২ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত সরকারও মেফিড্রনকে ভারতে বিদ্যমান NDPS Act ১৯৮৫ এর সিডিউলভুক্ত করেছে।

বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প আজ রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মূলত: ঔষধের কাঁচামালসমূহ আমদানি করে, তা দিয়ে ঔষধ তৈরি করে রপ্তানি করা হয়। যেসকল দেশসমূহের কাছ থেকে ঔষধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি করে তারমধ্যে ভারত, চীন, সিঙ্গাপুর, স্পেন, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, স্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। প্রতিটা দেশেই মেফিড্রন অপব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য বিদ্যমান। সুতরাং বাংলাদেশে যাতে মেফিড্রন ড্রাগ তৈরি বা অনুপ্রবেশ না ঘটে এজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, কাস্টমস ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মাদককে রুঁখতে হবে

এম আই মহিদ
সোসাইটি ফর এন্টি এডিকশন মুভমেন্ট (SAAM)
নির্বাহী সম্পাদক

মাদক কি?

যে সকল দ্রব্য সেবনের পর মানুষ তার চেতনা শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং মানুষের বোধশক্তি লোপ পায়, সে সকল দ্রব্যই মাদক।

ব্যবহৃত মাদক

আমাদের দেশে প্রচলিত মাদকের মধ্যে মদ, গাঁজা, তাড়ী, ভাং, ফেন্সিডিল, হেরোইন, প্যাথেডিন ও সর্বকালের সবচেয়ে খারাপ মাদক ইয়াবা। আরও একটি মাদক আছে যেটাকে মাদকের মধ্যে ফেলা হয় না। কিন্তু এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাদক। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাদক। যেমন সকল পাপ কাজের মূল মিথ্যা, ঠিক তেমনি সকল মাদকের জননী সিগারেট।

সিগারেট দিয়ে মাদকের হাতেখড়ি

সিগারেট দিয়েই মাদকের হাতেখড়ি হয়। তারপরও সিগারেটকে মাদকের মধ্যে গণনা করা হয়না। সারা দেশে সকল পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবং পাবলিক প্লেসে ধূমপান বন্ধের জন্য দুই দুইবার আইন পাস করা হয়েছে। (২০০৩-২০০৫ সাল ও ২০১৩- ২০১৫) তারপরও ধূমপান বন্ধ হয়নি। আইন পাস হয় কিন্তু যথাযত প্রয়োগ না থাকার কারণে স্বাভাবিক হারের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। একজন ধূমপায়ির দীর্ঘদিন ধূমপানের ফলে তার বদসাহস বেড়ে যায়। প্রথমে কিছুদিন লুকিয়ে ধূমপান করলেও পরে আস্তে আস্তে প্রকাশ্যে ধূমপান করতে থাকে। এরপর একেবারে স্বাভাবিক ভাবে নেয় ধূমপানকে এবং এটাকে ফ্যাশনে পরিণত করে। একজন ধূমপায়ী বছর খানিক ধূমপান করার পর গাঁজাকে সে ধূমপানের আওতায় নিয়ে যায়। আস্তে আস্তে সে গাঁজার দিকে ঝুঁকতে থাকে। গাঁজাকে যখন স্বাভাবাবিক করে ফেলে তখন তার মধ্যে ফেন্সিডিল ও মদ পান এর ইচ্ছে জাগে। এরপর সময় সুযোগ বুঝে সে ফেন্সিডিল মদ ও ইয়ারার দিকে এগুতে থাকে। এভাবেই একটি ছেলে বা

মেয়ে মাদকাসক্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশে এমন মাদকাসক্তের সংখ্যা একেবারেই খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যে মদ, গাঁজা ফেন্সিডিল ইয়াবাতে আসক্ত অথচ ধূমপায়ী না। আর পাওয়া গেলেও সেটা খুবই নগন্য।

আমরা প্রতিবাদ করিনা তাই ওরা পার পেয়ে যায়।

অন্যান্য মাদকের চেয়ে ধূমপান কম ক্ষতিকারক না। কারণ অন্যান্য মাদক যে সেবন করছে সে নিজের ক্ষতি করছে, নিজের পরিবারের ক্ষতি করছে, দেশের অর্থ নষ্ট করে দেশের ক্ষতি করছে, দেশের যুবশক্তিকে ধ্বংস করছে। আর ধূমপায়ী সেও নিজের ক্ষতি করছে। রাস্তা ঘাটে চলতে গিয়ে জনসম্মুখে বিষাক্ত ধোঁয়া ছাড়ছে, তার ধূমপানের কারণে হাজার মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। মানছে না ছোট বড় কাউকেই। বড়রা বিরক্ত হচ্ছে, নিজে ধূমপায়ী না হয়েও পরোক্ষ ধূমপানের ফলে বিষাক্ত নিকোটিনের ধোঁয়ায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ছোটরা তাদেরকে দেখে শিখছে। অথচ আমরা যদি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিবাদ করি তাহলে তো তারা প্রকাশ্যে ধূমপানের সাহস পায়না। কথায় বলে পাশাপাশি বাস, দেখাদেখি চাষ। আমি ধূমপান করছি না, কিন্তু আমার ছেলে আর একজনের দেখে শিখছে।

অন্যের ছেলে মাদকাসক্ত তাতে আমার কি?

বেল পাকলে কাকের কি? ঠিকই তো বেল পাকলে কাকের কি? কাকতো বেল খেতে পারবে না। কিন্তু কাকের বাসাটা যদি ওই পাকা বেলের ওপর হয়, তার ওপর আবার ওই বাসাতে যদি তিনটা কাকের ডিম থাকে তাহলে কাকের ভবিষ্যৎ কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, এমন কি আমি নিজেও অনেকবার এরকম প্রশ্নের সম্মুখিন হয়েছি। মানুষ মাদক নিচ্ছে তাতে তোমাদের সমস্যা কি, যার ছেলে সে বুঝবে? যে খাচ্ছে সে বুঝবে, তোমরা নিজের চরকায় তেল দাওগে? ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানোর কোন মানেই হয় না। আর এগুলো দেখার জন্য প্রশাসন আছে, দেশে সরকার আছে তারা দেখবে। তোমাদের দেখার তো দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এই যদি হয় একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা ! তাহলে তো ছোটরা ভুল করবেই। প্রতিবেশির ঘরে আগুন লাগলে সবাই মিলে নেভানোর চেষ্টা না করে যদি নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো হয়, তাহলে নিজের ঘরের আগুন নেভানোর জন্য আবার ঘুম থেকে জেগে উঠতে হতে পারে। তাই প্রতিবেশির বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ছড়ানোর আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলা উচিৎ। মাদকের ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি, অন্যের ছেলে মাদক গ্রহণ করছে, কারো কিশোর ছেলে প্রকাশ্যে ধূমপান করছে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সুধরে দেয়া উচিৎ। তা না হলে কালকে আবার আপনার ছেলেই ওই ছেলের সাথে মিশবে, পরদিন থেকে ঠিক তার মতো করেই ধূমপান করবে, মাদক গ্রহণ করবে। আর আপনার প্রতিবেশি আপনার মতো করেই মুখ বুজে থাকবে। এরপর সেই প্রতিবেশির ছেলে মাদকের সাথে জড়াবে। এভাবে ঘরে ঘরে আসক্ত তৈরি হবে। আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ, দেশের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্বটাও আমাদের।

আমরা কেনো মাদককে না বলবো?

ঘটনা-১ বগুড়াঃ বগুড়া জেলার কাহালু থানার ছেলে জাহিদ! সে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে থাকতো। ২০১২ সালে স্টুডেন্ট ভিসায় বিদেশ গমনের সোনালি দিন ছিলো, তখন জাহিদ জার্মানে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এক সময় তার ভিসা চলে আসে। বাবার জমি বিক্রি করে সে টাকা যোগাড় করে। জাহিদের ফ্লাইটের আগের দিন রাতে বগুড়া থেকে বাস যোগাযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পরদিন দুপুর বারটায় তার ফ্লাইট। রাতে আসার পথে পুলিশ চেক পোষ্টে বাস থামায়। পুলিশ চেকের জন্য বাসে উঠে জাহিদের ছিটের নিচে গাঁজা পায়। জাহিদ ও তার দুলাভাইকে আটক করে পুলিশ। অনেকগুলো গাঁজা পাওয়া যাবার কারণে পুলিশ তাদেরকে কোন কথা বলার সুযোগ দেয়না। দুদিন পরে স্বজনরা জাহিদদের খোঁজ পায়। আদালতের মাধ্যমে ছাড়া পেতে সময় লেগে যায় আরও মাস খানেক। এরপর তার জার্মানে যাবার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়।

ঘটনা ২ যশোরঃ আব্দুল মালেক পেশায় সে ওয়ার্কশপ ব্যাবসায়ি, তার ওয়ার্কশপের পিছনের দিকে একটা ঝোপ। সে ঝোপে কিছু পরিত্যাক্ত মেশিনারিজ ফেলে রেখেছে মালেক। কলেজ ফাঁকি দিয়ে ছেলেরা সেখানে আসতো আড্ডা দিতো। মাঝে মাঝে সিগারেট টানতো, সেই সাথে গাঁজাও খেতো। আব্দুল মালেক কোন দিন প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ না করার কারণ ছেলেগুলো তো তার না। অন্যের ছেলে সিগারেট টানছে তাতে তার কি। তার ছেলে তো টানছে না। অন্যের ছেলে গাঁজা টানছে তাতে তার কি? তার টাকায় তো গাঁজা কিনছে না? আব্দুল মালেকের কথা ছিলো এমন। হঠাৎ একদিন আব্দুল মালেকের বাইক এক্সিডেন্ট হয়। এক্সিডেন্টে তার একটা পা ভেঙে যায়। যার কারণে তাকে বেশ কিছুদিন হসপিটালে থাকতে হয়। এরপর বাড়িতেও রেস্টে থাকতে হয় আরও কিছুদিন। কর্মচারী দিয়ে তো ব্যাবসা চলে না, তাই আব্দুল মালেকের বড়ো ছেলেকে ব্যবসায় বসানো হয়। বড়ো ছেলে ওয়ার্কশপে বসে পিছনের পাশটাই ওই ছেলেদের সকল কান্ড দেখতে পায়। প্রথম দিন কিছু বলেনা। ২য় দিন কাছে যায়, ৩য় দিন ফ্রেন্ডশীপ এরপর আস্তে আস্তে সেও তাদের সাথে মিশে যায়। সিগারেট, গাঁজা এবং বেনাপোল থেকে আসা ফেন্সিডিল খেতে থাকে তাদের সাথে। শুধু আব্দুল মালেকের ছেলে মাজেদ একাই না তার সাথে সাথে তার কর্মচারীও মাদকে আসক্ত হয়। আব্দুল মালেক সুস্থ্য হয়ে যখন ব্যবসায় বসে তখন তার ছেলেকে তো আর এখানে আসতে দেয়া হতো না। ফেন্সিডিলের টাকা জোগাড় করা কষ্ট, সে কারণে মাজেদ কাশির সিরাপ ডেক্সপোর্টেন খেতে আরম্ভ করে। এরপর আব্দুল মালেকের ছেলে মাজেদের নাম হয়ে যায় ডেক্সপোর্টেন মাজেদ। অনেকদিন পর আব্দুল মালেক বুঝতে পারে যে, আর ছেলে মাদকে আসক্ত। সেই সাথে কর্মচারীরাও তখন মালেকের আর করার কিছু থাকে না। নিজের ছেলেকে সংশোধনের জন্য দু'বার রিহাবে পাঠায় তবুও সংশোধন হয়না।

এই ঘটনা থেকে কিছুটা হলেও আঁচ করা যায় যে, আমরা নিজেরা আসক্ত না হলেও সমাজে যদি মাদকাসক্ত থাকে। মাদক ব্যবসায়ি থাকে। তাহলে আমাদের কি কি ক্ষতি হতে পারে। আজ আমার, আপনার, পরিবারে মাদকাসক্ত নেই! কাল হয়ে যাবে। পারিপার্শিক অবস্থার যদি উন্নতি না হয়ে মাদকের কবলে পড়ে এমন অবনতি হতে থাকে তাহলে কখন কে বিপদে পড়বে তা কারও জানা নেই।

উন্নত দেশ গুলোতে রোগ আসার আগে প্রতিরোধক টিকা দিয়ে রাখে শরীরে, যাতে করে ভাইরাস আক্রান্ত না হয়। আর আমরা রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা করি। আমাদের চিন্তা এমন, আমাকে কেনো ভাইরাসে আক্রমন করবে আমি তো সচেতন।

আমরা ছোট কাল থেকেই ঠেকে শিখতে শিখেছি, না ঠেকে শেখার অভ্যাস আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেনি। টুকিটাকি হাতের কাজের কথাও যদি বলি তাহলে আমরা আমাদের সন্তানকে কখনো শিখাই না। নিজের জুতার ফিতাটা নিজে বাঁধতে, নিজের কাপড়গুলো নিজে গোছাতে, নিজের পড়ার টেবিলটা নিজে সাজাতে, নিজে কষ্ট করে যায়, কিন্তু সন্তানকে কখনো প্রশ্রিম করতে শেখায় না। আমাদের ধারণা আমার বাসায় কাজের লোক আছে, আমার সন্তানের বাসায়ও থাকবে, তাহলে সে কেনো নিজের কাজ নিজে করবে? সে বড় হয়ে ব্যবসা করবে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী থাকবে। আর যদি চাকরি করে তাহলে উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তা হবে! তাহলে সে কেনো নিজের কাজ নিজে করবে। আর যদি একান্তই করা লাগে তাহলে পরে শিখে নিবে।

দেশের মাদকের ব্যবহার কমাতে হলে ঘর থেকে পরিবার থেকে মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের পাঠদানের সাথে সাথে মাদক নিয়ে মুক্ত আলোচনা করতে হবে। টেলিভিশন গুলোতে মাদকের ক্ষতিকর দিনগুলো নিয়ে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতে হবে। নিজ নিজ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে টেলিভিশন মালিকদেরকে এ প্রচার কাজ চালাতে হবে বিনামূল্যে ও নিঃস্বার্থে। প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে।

গত ১ বছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা দেয়াল লিখন, ব্যানার, ফেস্টুনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতেও এখন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সচেতনতা ক্যাম্প করছে। তাদের সকল কার্যক্রমকে আমি সাধুবাদ জানাই।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com